গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা
www.powerdivision.gov.bd

বিষয়ঃ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় বিদ্যুৎ বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. আহমদ কায়কাউস অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।
সভার তারিখ	:	২৭-০১-২০১৫ খ্রিঃ।
সময়	:	বেলা ৩:০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	:	বিদ্যুৎ ভবনস্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।

২। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম সচিব (প্র:) সভাকে জানান যে, অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য প্রক্ষেপিত থোক বরাদ্দ নিম্নরূপঃ

(ক) রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপনঃ (অংকসমূহ কোটি টাকায়)

কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৫-১৬	প্রক্ষেপন ২০১৬-১৭	প্রক্ষেপন ২০১৭-১৮
৫৬	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৪৭.১৯	১৫৭.৪৬	১৬৮.৪৫

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (রাজস্ব ও উন্নয়ন) (অংকসমূহ কোটি টাকায়)

কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৫-১৬	প্রক্ষেপন ২০১৬-১৭	প্রক্ষেপন ২০১৭-১৮
৫৬	বিদ্যুৎ বিভাগ	১০২১২.৫৯ (প্রকল্প সাহায্য ৩৬৮৫)	১১২৩৩.৮৫	১২৩৫৭.২৪

৩। সভায় যুগ্ম সচিব (প্র:) আরও জানান যে গত ৮/১২/১৪ তারিখের বাজেট ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত থোক সংস্থা ওয়ারী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যেহেতু অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত সিলিং এর মধ্যে থেকে বাজেট করতে হবে তাই সিলিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সংস্থাসমূহের মধ্যে বাজেট বিভাজন করা হয়। তবে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় একইসাথে সংস্থাসমূহকে বাস্তবভিত্তিক প্রকৃত চাহিদা পেশ করার জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়। সে মোতাবেক দেখা যায় যে, প্রদত্ত সিলিং ১০২৬২ কোটি টাকা কিন্তু সংস্থাসমূহের প্রকৃত চাহিদা ২২১২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিভাগকে প্রদত্ত সিলিং অপেক্ষা প্রকৃত চাহিদা ১১৯০৮ কোটি টাকা অধিক। পরবর্তীতে গত ৩১/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত হয় যৌথ উদ্যোগে (joint venture) গৃহীতব্য সকল প্রকল্পের জন্য ইক্যুইটি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সে মোতাবেক সংস্থাসমূহ হতে বাস্তবভিত্তিক প্রকৃত চাহিদার ছকে ইক্যুইটি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় পেশ করা হয়। তাতে দেখা যায় প্রদত্ত সিলিং অপেক্ষা প্রকৃত চাহিদা ২৬,৬৮৮ কোটি টাকা অধিক।

৪। এ পর্যায়ে যুগ্ম-প্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংস্থার প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ৩৬,৯০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬১টি অনুমোদিত চলমান প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজন হবে ১৫,৬৫০ কোটি টাকা (জিওবি ৭৫৩০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৮১২০ কোটি টাকা)। ৩৭টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজন হবে ২১,২২৩ কোটি টাকা (জিওবি ২১০৮৫ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩৮ কোটি টাকা)। এই ২১,০৮৫ কোটি জিওবি টাকার মধ্যে ১৯,৬৯৭ কোটি টাকা ৭টি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের অনুকূলে ইক্যুইটি বাবদ ধার্য। তিনি জানান যে, যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পগুলো একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হলে এ সকল প্রকল্পের জন্য ইক্যুইটি বাবদ অর্থ MTBF এর অন্তর্ভুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ইক্যুইটি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ প্রয়োজনীয়তার নিরীখে তাৎক্ষনিকভাবে অর্থ বিভাগের থোক হতে বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে। ইক্যুইটি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ MTBF-এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। তিনি অনুমোদিত ও অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজনীয় এবং যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পগুলোর জন্য ইক্যুইটি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের বিস্তারিত বিভাজন তুলে ধরে অর্থ বিভাগে ডি.ও পত্র প্রেরণের পরামর্শ দেন।

৬। সভায় কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সিংগাপুরের সাথে জিটুজি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী এলাকায় ৭০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহন বাবদ এর অতিরিক্ত আরও ২৫০.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। এছাড়া ইজিসিবি প্রতিনিধি জানান পেকুয়া ৮০০ মেঃওঃ

সিসিপিপি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় এ প্রকল্পের জন্য চাহিদাকৃত ৭৮০.০০ কোটি টাকা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রয়োজন হবে না। সেক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান ৬৩৫.০০ কোটি টাকা।

৭। সভার আলোচনা মোতাবেক সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক পেশকৃত প্রকৃত চাহিদা এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সীলিং অনুযায়ী বাজেট বিভাজন নিম্নরূপঃ (অংকসমূহ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ সংস্থা	প্রস্তাবিত বাজেট বিদ্যুৎ বিভাগ প্রদত্ত সিলিং অনুযায়ী			প্রক্ষেপন	প্রক্ষেপন	প্রস্তাবিত বাজেট সংস্থার প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী			প্রক্ষেপন	প্রক্ষেপন	বৃদ্ধি
		২০১৫-১৬			২০১৬-১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৫-১৬			২০১৬-১৭	২০১৭-২০১৮	
		মোট	প্রকল্প সাহায্য	টাকা	মোট	মোট	মোট	প্রকল্প সাহায্য	টাকা	মোট	মোট	মোট
১	বিপিডিবি	১৫০০	৫০০	১০০০	২২০০	২৬০০	২২১৮২	২৫০৪	১৯৬৭৮	৫১৭৫	৩৪৪২	২০৬৮২
২	আরইবি	৩৪০০	৫০০	২৯০০	২৬০০	২৪০০	৫২৮৫	১৪০৭	৩৮৭৮	৫৩১৭	৩৬৭১	১৮৮৫
৩	ডিপিডিসি	৩৭০	১৭০	২০০	৯০০	১০০০	৫৪৫	৩৮৭	১৫৮	৯০০	১০০০	১৭৫
৪	ডেসকো	৪৩৫	২৩৫	২০০	৭০০	১০০০	৮৩৫	৭৩৫	১০০	৬৪৫	৫২০	৪০০
৫	পিজিসিবি	২০২০	৯২০	১১০০	১১০০	১২০০	২০২০	৯২০	১১০০	৬৪৪৪	৪৩৭৭	০
৬	ওজোপাডিকো	১০৫	০	১০৫	১০০	৪০০	৩৬৮	০	৩৬৮	৭৪৫৮	৬১৮০	২৬৩
৭	এসপিএসসিএল	৬৮০	৫৮০	১০০	১০০০	৮৮২	৬৮০	৫৮০	১০০	১০০০	৮৮২	০
৮	ইজিসিবি	৪৫০	২৫০	২০০	৭১৮	৫০০	৬৩৫	২৫০	৩৮৫	৬৩০	৩৫৮	১৮৫
৯	নওপাজেকো	৮১০	৪১০	৪০০	১৩৩৪	১২০০	৩৪০৬	১১৭৫	২২৩১	৩৮৭৮	৩৯৫৫	২৫৯৬
১০	CPGCBL	৪০০	১০০	৩০০	৫০০	১১০০	৬৫০	১০০	৫৫০	৫০০	১১০০	২৫০
১১	বিদ্যুৎ বিভাগ(উন্নয়ন)	২৭	২০	৭	৫০	৫০	২৭	২০	৭	৫০	৪০	০
	বিদ্যুৎ বিভাগ(রাজস্ব)	১৫.২৩	০	১৫.২৩	২১	২৫	০	০	০	০	০	০
মোটঃ		১০২১২.২৩	৩৬৮৫.০০	৬৫২৭.২৩	১১২২৩	১২৩৫৭	৩৬৬৩৩	৮০৭৮	২৮৫৫৫	৩১৯৯৭	২৫৫২৫	২৬৪৩৬

৮। যুগ্ম-প্রধান সভায় আরো জানান যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের ৬৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৯০৬.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রস্তাবিত জিওবি বরাদ্দ ৪৯১৯.৩৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ ৩৯৮৭.৪৭ কোটি টাকা। এছাড়া পিইসি কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত পিজিসিবি'র ২টি প্রকল্পের অনুকূলে ৮৮.০০ কোটি টাকার জিওবি বরাদ্দ প্রস্তাবও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ দুটি প্রকল্পের বরাদ্দসহ সংশোধিত এডিপি'র মোট প্রস্তাব দাড়িয়েছে ৮৯৯৪.৮২ কোটি টাকা (জিওবি ৫০০৭.৩৫ কোটি)। এছাড়া বিপিডিবি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত "কন্সট্রাকশন অব বিবিয়ানা সাউথ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি " শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২৮০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দের আরএডিপি প্রস্তাবও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে সংশোধিত এডিপি'তে মোট প্রস্তাবিত প্রকল্প সংখ্যা ৭২টি। প্রস্তাবটি সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

৯। <u>সিদ্ধান্তঃ</u>

৯.১। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সিলিং অনুসারে বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। একই সাথে অনুমোদিত ও অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজনীয় প্রকৃত চাহিদা এবং যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পগুলোর জন্য ইক্যুইটি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের বিস্তারিত বিভাজনসহ অর্থ বিভাগে ডি.ও পত্র প্রেরণ করতে হবে;

৯.২। বাজেট কাঠামোর দ্বিতীয় ভাগের জন্য সকল সংস্থাকে সাম্প্রতিক অর্জনের বিস্তারিত বিবরণ লিখতে হবে;

৯.৩। চেয়ারম্যান স্রেডা, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এপিএসসিএল অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় ভাগের Write-up প্রেরণ করবেন;

৯.৪। বাজেট কাঠামোর এ প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

১০। সভায় আর কোন আলোচ্যসুচি না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/- ০৫-০২-১৫
(ড. আহমদ কায়কাউস)
অতিরিক্ত সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ।